বাংলায় বিজ্ঞান সঞ্চারণা – মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন গনমাধ্যমের ভূমিকা

ড: শম্পা চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড: শম্পা চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপিকা। পরিবেশ তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয়। এযাবৎ প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা প্রায় ৭৫ টি। মুদ্রিত বই দুটি–একটি গবেষণাপত্র; অন্যটি বাংলায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

সারসংক্ষেপ

প্রধানত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরেই মানবসভ্যতার অগ্রগতি। প্রতিদিনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের জীবনে কোন না কোন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিজ্ঞান চেতনা এখনো অধরা। তাই সমাজে আজও নানারকম কুসংস্কার রয়ে গেছে; পরিবেশ সচেতনতার অভাবে বেড়ে চলেছে দূষণ। বিজ্ঞান এখনো সাধারণ মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ এক দূরের বস্তু–দূর্বোদ্ধতার প্রাচীরে ঘেরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের রোজকার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বিজ্ঞানবোধ না থাকলে সমাজ ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতির আশঙ্কা। এই কাজে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন গনমাধ্যম।

দূরদর্শনে সম্প্রচারের দৌলতে কোনদিন ক্রিকেট না খেলা গৃহিণীরাও আজকাল ক্রীড়া অনুরাগী। রান্নার অনুষ্ঠান সাগ্রহে দেখেন গৃহকর্তা। বিজ্ঞান নিয়ে কিন্তু এখনও এধরনের আকর্ষক অনুষ্ঠান দূরদর্শনে আজও দেখানো হয় না যাতে করে অনুৎসাহীরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানকে নীরস ও গম্ভীর বক্তৃতা থেকে আকর্ষক অনুষ্ঠানে পরিনত করার উপায় বৈদ্যুতিন গনমাধ্যমকে ভেবে দেখতে হবে। একই কথা সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক্রীড়া বা চলচ্চিত্র বিষয়ক ক্রোড়পত্রের মত যদি আকর্ষণীয় বিজ্ঞান বিষয়ক ক্রোড়পত্র নিয়মিত ভাবে সংবাদ পত্রে বেরোয়, তাহলে সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই পড়বেন-যেমন পড়েন চলচ্চিত্র বা ক্রীড়া জগতের নক্ষত্রদের হাঁড়ির খবর। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র পত্রিকারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে-বিশেষত বাংলায়। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতে প্রায়শই অনুপস্থিত নিয়মিত বিজ্ঞান বিভাগ। থাকলেও তা নিতান্তই নিয়মরক্ষা। অথচ, এই কাজ কিছুটা হলেও করে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুকুমার রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। এখনো শ্রী পথিক গুহ বা শ্রী আশীষ লাহিড়ী বাংলায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার ধারাটি বহন করছেন, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য।

হঠাৎ যদি বিশেষ কোনো যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা ঘটনা ঘটে, দু'একদিন তা নিয়ে গনমাধ্যম কিছুটা মাতামাতি করে বটে, তবে তাতে মশলা বেশি থাকে, বিজ্ঞান কম। চোখ ধাঁধানো ফলাফলের বাইরেও স্বদেশে বা বিদেশে অনেক বিজ্ঞানী, তথা ভারতীয় ও বাঙ্গালী বিজ্ঞানী, নীরবে অনেক কাজ করে চলেছেন যাতে করে সভ্যতার গতি অব্যাহত রয়েছে। গনমাধ্যমের কাজ হওয়া উচিত সরল ও আকর্ষণীয় ভাবে বিজ্ঞান জগতের কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা যাতে করে বিজ্ঞান তাঁদের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।